

এই লেখাটি পড়ে বা শিরোনাম দেখে কখনো যেন আপনার মনে না হয় যে আমরা শুধুমাত্র এখানে ইসলামিক ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে হ্যাঁ আমরা এখানে বিশেষভাবে ইসলামিক ব্যাংক নিয়েই আলোচনা করেছি। কারণটা হচ্ছে অন্যান্য ব্যাংকগুলো যে হারাম এই ব্যাপারে মোটামুটি আমরা সবাই একমত (যদিও আমরা এক সুদের ব্যাপারটা ছাড়া আর কিছুই জানিনা)। তবে ইসলামিক ব্যাংক সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এমনকি বড় বড় ইসলামিক স্কলারদের মধ্যেও কিছু ভুল ধারণা আছে। আর তাই আমরা আমাদের এই লেখাটির শিরোনাম দিয়েছি “ইসলামিক ব্যাংকঃ আসলেই কি শরীয়া ভিত্তিক?”—মোঃ তানভীর আহমাদ আরজেল ও মোঃ বাকী বিল্লাহ

বিসমিল্লাহীর রাহমানের রাহীম

ইসলামিক ব্যাংকঃ আসলেই কি শরীয়া ভিত্তিক?

আজ আমরা আপনাকে কিছু তথ্য দিতে চাই যাতে করে আপনি পুনরায় ব্যাংকিং সিস্টেম এবং ইসলামিক ব্যাংক সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে পারেন কারণ অনেক মুসলিমই আছেন যারা ইসলামী ব্যাংককে মুসলিম উম্মাহর জন্যে একটি আশীর্বাদ মনে করেন। অসংখ্য বা অধিকাংশ মুসলিমই বিশ্বাস করেন যে ইসলামী ব্যাংক শরীয়া ভিত্তিক। আমরা আপনাদের সবাইকে ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংকের সত্যিকার চেহারাটার সাথে পরিচিত করতে চাই।

১) ইসলামী ব্যাংক কি আসলেই শরীয়া সম্মত?

না। ইসলামী ব্যাংক কখনই শরীয়া সম্মত না কারণ ইহা “Fractional Reserve Banking” পদ্ধতি অনুসরণ করে যেটা একটা জঘন্য প্রতারণা, জালীয়াতি, প্রবঞ্চনা এবং হারাম।

২) তাহলে “Fractional Reserve Banking” আসলে কি?

“Fractional Reserve Banking” মানে হল একটি ব্যাংকের সর্বমোট মূলধন (যেটা তাদের আছে এবং গ্রাহককে সেই পরিমাণ ঋণ দিতে পারবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়) ওই মূলধনের প্রকৃতপক্ষে একটি ছোট অংশের উপর নির্ভরশীল। যেমন আমেরিকায় এই নুন্যতম অংশটা হচ্ছে মোট মূলধনের ১০%।

একটু অন্যভাবে বলি, যদি কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংকের সকল আমানতকারী (যাদের টাকা ব্যাংকে জমা আছে বা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেই জমা রেখেছেন) ব্যাংকে তাদের সকল টাকা উত্তোলনের জন্যে যান তাহলে ব্যাংক তাদেরকে মাত্র সকলের সর্বমোট টাকার মাত্র ১০ ভাগ টাকা দিতে সক্ষম হবে অথবা মাত্র ১০% গ্রাহককে বা আমানতদারীদেরকে টাকা দিতে সক্ষম হবে।

আরেকটু অন্যভাবে বলি, যদি কোন ব্যাংকের সত্যিকার অর্থে ১ বিলিয়ন টাকা মূলধন থাকে তাহলে সে ওই “Fractional Reserve Banking” ব্যবহার করে ১০ বিলিয়ন টাকা Loan বা ঋণ দিতে পারবে।

এটা কি উদ্ভট না? কিভাবে একজন লোক ১০ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিতে পারে বা খরচ করতে পারে যখন তার কাছে আছে মাত্র এক বিলিয়ন টাকা। হ্যাঁ উদ্ভট হলেও এটা সম্ভব একমাত্র “Fractional Reserve Banking” জালিয়াতির মাধ্যমে। ইহাই হচ্ছে “Fractional Reserve Banking” এর জাদু। প্রকৃতপক্ষে ইহা জাদু নয়, আসলে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি। কি ভাবে এতো বড় জঘন্য প্রতারণা চলছে এবং ইহা কিভাবে কাজ করে সেটা জানার জন্যে নিচে “Fractional Reserve Banking” এক কথায় Banking System এর উৎপত্তির ইতিহাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়া যাক।

৩) Fractional Reserve Banking এর উৎপত্তিঃ

প্রথমে Fractional Reserve Banking বুঝা কিছুটা দুর্বোধ্য মনে পারে (এমনেই তো ব্যাংকের সকল কাজকর্ম দুর্বোধ্য, সহজে কেউ বুঝেনা) কিন্তু নিচের এই সহজ গল্পটি পড়ার পর একেবারে সহজ হয়ে যাবে।

“১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে লন্ডনে স্বর্ণকারদেরকেই ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগন তাদের স্বর্ণ ও রূপ্য মুদ্রা জমা রাখার নিরাপদ ও বিশ্বস্ত স্থান হিসেবে ব্যবহার করত। কারণ স্বর্ণ মুদ্রার মালিকেরা চুরির ভয়ে বাড়িতে বা অফিসে রাখা নিরাপদ মনে করতো না বরং তারা একটি নিরাপদ ও বিশ্বস্ত স্থান হিসেবে স্বর্ণকারের কাছে রাখাকেই ভালো মনে করতো। তাছাড়া স্বর্ণ মুদ্রার বাহকেরা ধাতব মুদ্রাকে পরিবহণে ভারী এবং অসুবিধা মনে করে একটি নিরাপদ জায়গাকেই জমা রাখার জন্যে বেছে নিত। স্বর্ণকার এই সব স্বর্ণ মুদ্রা জমা রেখে স্বর্ণ মুদ্রার মালিকে একটি রশিদ লিখে দিত যেখানে লিখা থাকতো যে, যেকোনো সময় যেকোনো প্রয়োজনে স্বর্ণ মুদ্রার মালিক তার জমাকৃত স্বর্ণ মুদ্রা রশিদ জমা দিয়ে উত্তোলন করতে পারবে। কাউকে তার স্বর্ণ বিনিময় করতে আগে তার স্বর্ণের জমা ভাঙাতে হত তারপর তার স্বর্ণ অন্য কারোকাছে হস্তান্তর করতে হতো পন্য বা সেবার বিনিময়ে।

কয়েক দশকের মধ্যেই অনেক স্বর্ণকারই এই ক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততার জন্যে সুনাম অর্জন করে। ফলে তাদের দেয়া রশিদ সরাসরি স্বর্ণ মুদ্রার প্রতিনিধি হিসেবে স্থানান্তরিত হতে থাকল বা সমাজে চলতে থাকল। স্বর্ণকারের দেয়া রশিদগুলো ছিল আসল বস্তু বা সম্পদের পরিবর্তে এক ধরনের সার্টিফিকেট যার মাধ্যমে আসল বস্তু বা সম্পদ যেকোনো সময় উত্তোলন করা যেত। স্বর্ণকারের রশিদগুলো Gold সার্টিফিকেট হিসেবে কাজ করতে শুরু করল। এই অবস্থায় লক্ষণীয় যে, সমাজের অর্থনীতির মোট সম্পদ/টাকা(স্বর্ণ) সরবরাহ কিন্তু পরিবর্তন হয় নাই। শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করেন একটা দেশের বা সমাজের প্রারম্ভিক মুদ্রা বা টাকা সরবরাহ ১০০ বিলিয়ন (যখন টাকা বা মুদ্রা মানে শুধুমাত্র স্বর্ণ মুদ্রা)। এবং মনে করেন ৮০ বিলিয়ন স্বর্ণ মুদ্রা স্বর্ণকারের কাছে জমা আছে এবং এর

পরিবর্তে সমমূল্যের রশিদ দেশে বা সমাজে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ মাত্র ২০ বিলিয়ন স্বর্ণ মুদ্রা স্বর্ণাকারের ভাণ্ডারের বাহিরে আছে এবং সেগুলো সমাজে বা দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু মোট মুদ্রা সরবরাহ ১০০ বিলিয়নই যদিও ২০% স্বর্ণ মুদ্রা এবং বাকি ৮০% স্বর্ণাকারের রশিদ যার সমপরিমাণ বা সমমূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা স্বর্ণাকারের ভাণ্ডারে জমা আছে। অর্থাৎ সমাজের বা দেশের মোট সম্পদের (সম্পদ মানে এখানে স্বর্ণ মুদ্রাকে বুঝানো হয়েছে) কোন পরিবর্তন হয় নাই। এভাবেই কাগজের মুদ্রার উৎপত্তি। Gold সার্টিফিকেট বা স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণাকারের রশিদ (কাগজের মুদ্রা) টাকা হিসেবে চলতে থাকল। কিন্তু এই রশিদ (কাগজের মুদ্রা) আসলে স্বর্ণ মুদ্রার থেকে ভিন্ন কিছু ছিলনা তাই এই রশিদ (কাগজের মুদ্রা) ব্যবহারে কোন সমস্যা ছিলনা কারণ যে পরিমাণ রশিদ (কাগজের মুদ্রা) সমাজে ছিল সেই পরিমাণ বা তার সমমূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা স্বর্ণাকারের ভাণ্ডারে জমা ছিল।

এখান থেকেই আসল প্রতারনার শুরু: কয়েক বছর পর স্বর্ণাকারেরা আবিষ্কার করল যে এখন খুব অল্প সংখ্যক লোক রশিদের বিনিময়ে স্বর্ণ মুদ্রা ফেরত নিতে বা উত্তোলন করতে আসে। প্রায় অধিকাংশ লোকই স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণাকারের রশিদের উপর আস্থা স্থাপন করেছে এবং দৈনন্দিন জীবনে রশিদই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

আত্মবিশ্বাসী স্বর্ণাকার একটা আনুমানিক হিসেব করে আবিষ্কার করল যে, পরবর্তী বছর তার দেয়া মোট রশিদের একটা ছোট অংশ, যেটা মোটামুটি প্রায় ১০%, স্বর্ণ মুদ্রা হিসেবে উত্তোলিত হবে। সুতরাং অবশিষ্ট ৯০% স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে আরও জাল রশিদ ছাপানো যেতে পারে এবং সেগুলো সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়া যেতে পারে কোন ভয়ভীতি ছাড়াই।

ধরাযাক স্বর্ণাকারের কাছে বা স্বর্ণাকারের ভাণ্ডারে ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা জমা আছে এবং এর পরিবর্তে ১০০ রশিদ স্বর্ণের প্রকৃত মালিক বা সমাজের লোকজনের কাছে আছে। স্বর্ণাকারের প্রতিদিন লেনদেনের জন্যে প্রয়োজন হয় মাত্র ১০ টি স্বর্ণ মুদ্রা কারণ মাত্র ১০ জন লোক প্রতিদিন রশিদ জমা দিয়ে স্বর্ণ মুদ্রা উত্তোলন করে (যেটা আগে আনুমানিকভাবে হিসেব করে বের করা হয়েছে) এবং অন্যদিকে প্রতিদিন আরও ১০ জন লোক নিরাপত্তার জন্যে তাদের স্বর্ণ মুদ্রা জমা রেখে রশিদ নিয়ে যায়। ফলে স্বর্ণাকারের কাছে বাকি ৯০ টি বা ৯০% স্বর্ণ মুদ্রা কোন ব্যবহার ছাড়াই ভাণ্ডারে পড়ে থাকে এবং ১০ টি স্বর্ণ মুদ্রাই ১০০ রশিদের লেনদেনের চাহিদা পূরন করে যাচ্ছে। সুতরাং স্বর্ণাকার এখন অব্যবহৃত পড়ে থাকা ৯০ টি স্বর্ণ মুদ্রা নিজের জন্যে ব্যবহার করতে পারে। স্বর্ণাকার তার ভাণ্ডারে পড়ে থাকা ৯০ টি স্বর্ণ মুদ্রা সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিল এবং আসলে সে যে কাজটা করল সেটা হল প্রকৃত স্বর্ণ মুদ্রা দেয়ার পরিবর্তে সে ৯০ টি জাল রশিদ ছাপিয়ে বা লিখে সেগুলো সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিল যেহেতু সমাজে তার রশিদ স্বর্ণ মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। ফলে সমাজে ১০০ টি আসল রশিদের সাথে আরও ৯০ টি জাল রশিদ ছড়িয়ে পড়ল।

একবার চিন্তা করে দেখুন সত্যিকার অর্থে স্বর্ণ মুদ্রা আছে ১০০ টি আর সমাজে রশিদের সংখ্যা হয়ে গেল ১৯০ টি। অর্থাৎ ৯০ টি রশিদের সমমূল্যের স্বর্ণ মুদ্রার আসলে বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই।

যদি প্রতিদিন লেনদেনের জন্যে ১০০ টি রশিদের জন্যে ১০ টি স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাহলে অতিরিক্ত জাল ৯০ টি রশিদের জন্যে আরও ৯ টি স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হবে। তাই স্বর্ণাকার তার ভাঙারে পড়ে থাকা ৯০ টি স্বর্ণ মুদ্রা থেকে আরও ৯ টি স্বর্ণ মুদ্রা তার দোকানে নিয়ে আসলো প্রতিদিনের লেনদেনের জন্যে। তাহলে ১৯০ টি রশিদের লেনদেনের জন্যে মোট স্বর্ণ মুদ্রার সংখ্যা হল $১০+৯=১৯$ টি এবং স্বর্ণাকারের ভাঙারে অবশিষ্ট রইল $৯০-৯=৮১$ টি স্বর্ণ মুদ্রা। এখন তাহলে স্বর্ণা কারের ভাঙারে পড়ে থাকা ৮১ টি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে স্বর্ণাকার কি করবে? স্বর্ণাকার কি এগুলো এভাবেই ফেলে রাখবে? অবশ্যই না। তাই সে অবশি আরও ৮১ টি স্বর্ণ মুদ্রার জন্যে আরও ৮১ টি জাল রশিদ ছাপলো এবং সেগুলো সে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিল। এই জন্যে সে এই অতিরিক্ত ৮১ টি জাল রশিদের লেনদেনের জন্যে ভাঙার থেকে আরও ৮ টি স্বর্ণ মুদ্রা দোকানে নিয়ে আসলো (যেহেতু ১০০ টি রশিদের জন্যে প্রয়োজন হয় ১০ টি, তাই ৮১ টি রশিদের জন্যে প্রয়োজন হয় ৮ টি)। তাহলে স্বর্ণা কারের ভাঙারে অবশিষ্ট রইল আরও $৮১-৮= ৭৩$ টি স্বর্ণ মুদ্রা। তাহলে মোট রশিদের সংখ্যা দাঁড়ালো $১০০+৯০+৮১=২৭১$ টি। চিন্তা করুন প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ মুদ্রা আছে ১০০ টি আর এর পরিবর্তে রশিদ ছড়িয়ে পড়ল ২৭১ টি অর্থাৎ ১৭১ টি রশিদের Back Up এ কোন স্বর্ণ মুদ্রা নেই অথচ এগুলো স্বর্ণ মুদ্রা হিসেবে সমাজে চলতেছে এবং স্বর্ণাকারই একমাত্র এর সুবিধা ভোগ করতেছে। এই পদ্ধতিটা চলতে থাকলো যতক্ষণ না ভাঙারে কোন স্বর্ণ মুদ্রাই না থাকে এবং সকল স্বর্ণ মুদ্রাই লেনদেনের জন্যে দোকানে স্থানান্তরিত হয়। অবশেষে দেখা গেল ১০০০ রশিদ ছাপানো হয়েছে এবং সেগুলো সুদের ভিত্তিতে ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে। ১০০০ রশিদের পেছনে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ মুদ্রা আছে মাত্র ১০০টি এবং এই ১০০ টি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েই ১০০০ টি রশিদের লেনদেন হচ্ছে। চিন্তা করুন ১০০০-
 $১০০=৯০০$ টি রশিদই জাল যেগুলোর পেছনে প্রকৃতপক্ষে কোন স্বর্ণ মুদ্রা নেই। অর্থাৎ মোট রশিদের ১০% হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ মুদ্রা। এভাবে স্বর্ণাকার দিনের দিনের পর কোন বিপদ আশংকা ছাড়াই তার এই প্রতারণা বা জালিয়াতি চালিয়ে যেতে থাকলো।

Keeping only a fraction of receipt backed with gold (in this case 10%) is called Fractional Reserve Banking. আর এটাই হল প্রকৃতপক্ষে Fractional Reserve Banking ইতিহাস এবং সেই সাথে সকল ধরনের ব্যাংকিং সিস্টেম এর ইতিহাস। নিচে Fractional Reserve Banking এর একটা তালিকা দেয়া হল যখন

Reserve Requirement হচ্ছে ২০%। ফলে টাকা সরবরাহ বাড়বে পাঁচগুণ।

Table Sources:

Individual Bank	Amount Deposited	Lent Out	Reserves
A	100	80	20
B	80	64	16
C	64	51.20	12.80
D	51.20	40.96	10.24
E	40.96	32.77	8.19
F	32.77	26.21	6.55
G	26.21	20.97	5.24
H	20.97	16.78	4.19
I	16.78	13.42	3.36
J	13.42	10.74	2.68
K	10.74		
			Total Reserves:
			89.26
	Total Amount of Deposits:	Total Amount Lent Out:	Total Reserves + Last Amount Deposited:
	457.05	357.05	100

৪) আচ্ছা ইসলামিক ব্যাংকগুলোও কি Fractional Reserve Banking পদ্ধতি অনুসরণ করে?

সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি ব্যাংক Fractional Reserve Banking পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে হোক সেটি ইসলামিক বা গতানুগতিক কিন্তু Reserve Requirement বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়। Reserve Requirement যত কম হবে টাকা সরবরাহ (Money supply) তত বাড়বে। যেমন যদি Reserve Requirement ১০% হয় তাহলে Money supply বাড়বে ১০ গুণ। ৫% হলে বাড়বে ২০ গুণ বা ২০% হলে বাড়বে ৫ গুণ।

৫) কেন Fractional Reserve Banking ইসলামে হারাম?

Fractional Reserve Banking এর ইতিহাস পড়ে এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার নয় যে Fractional Reserve Banking একটা জঘন্য প্রতারণা, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, জুচ্ছুরি। আর ইসলামে সকল প্রকার প্রতারণা, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, জুচ্ছুরি হারাম এবং নিষিদ্ধ।

৬) ইসলামিক ব্যাংকগুলো যদি Fractional Reserve Banking অনুসরণ না করে তাহলে কি ইসলামিক ব্যাংকগুলো হালাল হবে?

হতে পারে। তবে এটা নিয়েও ইসলামী স্কলারদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

৭) ব্যাংকগুলো কিভাবে এতো বেশী আয় করে বা লাভ করে?

আমাদের সবারই একটা সাধারণ ধারণা আছে যে ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তা বা গ্রহীতাদেরকে ১৫ % সুদে ঋণ দেয় (অথবা ১৫% বর্ধিত মূল্যে বিক্রি করে, ইসলামিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে) এবং জমাকারীদেরকে তাদের টাকা জমা রাখার জন্যে ১০% সুদ দেয় (১০% মুনাফা, ইসলামিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে)। ফলে ব্যাংকগুলোর লাভ বা মুনাফা হচ্ছে $১৫\%-১০\%=৫\%$ । কিন্তু সত্যিকার চিত্রটা আসলে তা নয়।

সত্যিকার অর্থে, যদি একটা ব্যাংকের আমানত বা জমা হিসেবে ১০ বিলিয়ন টাকা পায় বা থাকে তাহলে তখন Fractional Reserve Banking পদ্ধতি ব্যবহার করে সে ১০০ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিবে (যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Reserve Requirement ১০% হয়)। সুতরাং ব্যাংক তখন ১০০ বিলিয়ন টাকার ১৫% সুদ পাবে যেটা হবে ১৫ বিলিয়ন এবং অন্যদিকে সে ১০ বিলিয়ন টাকার ১০% সুদ দিবে যেটা হবে ১ বিলিয়ন। এর মানে দাড়ায় যে ব্যাংকের মোট লাভের পরিমাণ হবে $১৫-১=১৪$ বিলিয়ন। যদি ব্যাংকের Management Cost হয় ৪ বিলিয়ন তখন তার সবশেষে লাভ হচ্ছে ১০ বিলিয়ন। তবে অনেক ক্ষেত্রে একেবারে ১০০% লাভই ব্যাংকের না কারণ অনেক ব্যাংকের মোট জমা টাকার একটা অংশ জনগণের। তবে এই হচ্ছে পদ্ধতি যেভাবে ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে লাভ করে। একটা কথা বলে রাখি দেখুন যে ব্যাংকের মূলধন ১০ বিলিয়ন টাকা বছর শেষে সেই মূলধন হয়েছে $১০+১০০+১০=১২০$ বিলিয়ন।

৮) কি হবে যদি একদিনে ১০% (Minimum Reserve Requirement) এর বেশী জমাকারী ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে আসে?

যখন স্বর্ণ বা রূপ্য টাকা হিসেবে ব্যবহৃত হতো তখন স্বর্ণকার বা ব্যাংককে প্রায়ই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতো যখন বেশির ভাগ লোক তাদের রশিদ জমা দিয়ে স্বর্ণ বা রূপ্য তুলতে আসতো। এমন কি অনেক ইতিহাস আছে এর ফলে শত শত ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আজকাল এমনটা ঘটবেনা। তাহলে কি কারণে ঘটবেনা, সেই জাছুটাই বা কি? সেটা একটু জানা যাক।

জাছুটা হচ্ছে এখন কোন Backing ছাড়াই ইচ্ছেমত টাকা প্রিন্ট করা যায় যেটা ওই সময় করা যেতোনা কারণ স্বর্ণকার বা ব্যাংক স্বর্ণ বা রূপ্য ছাপাতে বা বানাতে পারতোনা। কেননা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই স্বর্ণ ও রূপ্য তৈরি করতে পারেন। ফলে আজকাল যখন অধিক সংখ্যক মানুষ ব্যাংক থেকে Cash টাকা তুলতে আসে (যেমন ঈদ উল আযাহা বা ঈদ উল ফিতর এর সময়। কারণ এই সময় মানুষের ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হয় এবং ১০ % এর বেশি লোক তাদের জমানো বা পাওনা টাকা তুলতে আসে) তখন ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ছুটে যায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক গোপনে টাকা ছাপায় কোন Back Up

ছাড়াই শুধুমাত্র তাদের সদস্য ব্যাংকগুলোর প্রতারণাকে লুকানোর জন্যে। কিছু সময় পড়ে যখন অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে অর্থাৎ মানুষ আবার সব টাকা ব্যাংকে জমা রাখে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ওই অতিরিক্ত টাকা যেগুলো ঈদের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার নিয়েছিল সেগুলো কিছু সুদসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ফেরত দেয়। এই জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বলা হয় ব্যাংকের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ফলে ব্যাংকের এই জঘন্য প্রতারণা ও জালিয়াতি সাধারণ মানুষের অগোচরে বা বুঝার বাইরেই থেকে যায়।

৯) সমস্যা কোথায় যদি ব্যাংকগুলো টাকা সরবরাহ বহুগুণ(১০গুণ) বৃদ্ধি করে?

যদি টাকা সরবরাহ ১০ গুণ বাড়ে তখন মুদ্রাস্ফীতি ১০ গুণ বাড়বে। অন্য কথায় পণ্যের দাম ১০ গুণ বাড়বে কারণ মালামাল বা পণ্য জালিয়াতি করে ১০ গুণ বাড়ানো যাবে না।

১০) যদি দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় তাহলে সমস্যা কোথায়?

যদি দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে তাহলে গরীব দিন দিন গরীবই হতে থাকবে এবং ধনী দিন দিন ধনীই হতে থাকবে। ফলে ধনী- গরীব বৈষম্য দিন দিন বাড়তেই থাকবে। একারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিনই অধিক সংখ্যক লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যাচ্ছে এবং ধনীরা দিন দিন সম্পদের পাহাড় গড়ছে। মনে করেন যদি প্রতি ১০ বছরে জিনিস পত্রের দাম ১০ গুণ বাড়ে কিন্তু আপনার বেতন যদি ১০ গুণ না বাড়ে তাহলে আপনি ১০ বছর আগের চেয়ে ১০ গুণ বেশি গরীব বা দরিদ্র হয়ে যাবেন। কিন্তু আসলে বাস্তবে এমনটা হয় না বা হচ্ছে না। আমরা এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে চাচ্ছি না কারণ এখানে আমাদের লক্ষ হচ্ছে ব্যাংক কিভাবে প্রতারণা করে সেটা তুলে ধরা। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে “দ্রব্যমূল্য কেন বাড়ে এবং বাড়ার ফলে সমাজে এর প্রভাব কি” এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখব।

১১) আসলে Money Multiplication কি?

যদি Reserve Requirement ১০% হয় তখন টাকা সরবরাহ ১০ গুণ বাড়বে আর যদি ২০% হয় তাহলে টাকা সরবরাহ ৫ গুণ বাড়বে। অর্থাৎ

$$\text{Money Multiply} = 1 / \text{Reserve Requirement} = 1 / 10\% = 10$$

১২) তাহলে কেন অনেক আলেমই ইসলামিক ব্যাংকিং সমর্থন করেন?

এর কারণ এই যে অধিকাংশ আলেমই Fractional Reserve Banking ও Money Multiplication সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ফলে এই জ্ঞানের অভাবেই তারা মনে করেন ইসলামিক ব্যাংকিং হালাল। কিন্তু যে আলেম এই সম্পর্কে জানেন তিনি কখনো এই ব্যাংকিং System কে ইসলামিক হিসেবে মানেন না। Sheikh Imran Hossein তাদের মধ্যে অন্যতম। আবার অনেক ইসলামিক অর্থনীতিবিদ আছেন যারা জানেন, বুঝেন

এবং স্বীকৃতি দেন যে Fractional Reserve Banking ও Money Multiplication একটা প্রতারণা, একটা জালিয়াতি কিন্তু তারা অজুহাত দেখান যে আমরা প্রাপন চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। আপনি কিভাবে এই কথা বলে একটা হারাম কে, জঘন্য প্রতারণাকে হালাল বানিয়ে দিবেন? কোনভাবেই প্রতারণা বা জালিয়াতি বৈধ বা হালাল হতে পারেনা। এটা যেকোনো অবস্থাতেই হারাম এবং জঘন্য। এতো কিছু পরেরও এই ধরনের ইসলামিক ব্যাংকিং যারা সমর্থন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন Dr. Umar Chapra.

১৩) তাহলে কি আধুনিক অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে ব্যাংক অত্যাৱশ্যকীয় নয়?

কিছু সংখ্যক মুসলমান আছেন যারা স্বীকৃতি দেন যে ব্যাংক একটা প্রতারণা, জালিয়াতি কিন্তু তারপরেও তারা বলেন আধুনিক অর্থনীতি ব্যাংক ছাড়া চলতে পারেবেনা। সুতরাং আমাদেরকে শরীয়ার সাথে কিছুটা আপোষ করতেই হবে। নবী মুহাম্মদ(সাঃ) এর সময়ে কোন ব্যাংক ছিলনা এবং অর্থনীতি এখনকার চেয়ে অনেক অনেক ভালো ছিল এবং প্রকৃত পক্ষে সেটাই ছিল আদর্শ অর্থনীতির মডেল। এটা সত্য যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে এখনকার মত বড় বড় বিন্দিং, রাজপ্রাসাদ ছিলনা কিন্তু সে সময়ে কোন মানুষ ও শিশুকে ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করতে হয়নি যেটা এখন আমাদের আধুনিক অর্থনীতির একটা অপরিহার্য(?) অংশ। আমাদের এই আধুনিক সুদ ভিত্তিক, ব্যাংক ভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করছে অথবা ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না ফেরে আত্মহত্যা করছে।

১৪) যদি Reserve Requirement ১০০% হয় বা ১০০% Reserve Banking হয় তাহলে কি হালাল হবে?

১০০% Reserve Banking মানে হল ব্যাংক শুধুমাত্র তত টাকাই ঋণ দিতে পারবে প্রকৃতপক্ষে তার কাছে যত টাকা মূলধন হিসেবে আছে। তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically) ১০০% Reserve Banking সম্ভব হলেও ব্যবহারিকভাবে (Practically) ইহা প্রায় অসম্ভব কারণ তখন ব্যাংক কোন Back Up ছাড়াই ইচ্ছেমতো টাকা বানাতে বা প্রিন্ট করতে পারবেনা। ফলে তাদের ব্যবস্থাপনা খরচ (Management cost) বাদ দিয়ে লাভ তো থাকবেই না বরং মূলধন থেকে কিছু হারাবে। কিন্তু তারপরেও যদি কেউ ১০০% **Reserve Banking** অনুসরণ করে তখন এটি হালাল হবে। তবে এটি মুদারাবা ও মুশারাকা ভিত্তিক হতে হবে।

১৫) আমাদের কিছু কথাঃ

আমরা জানি আমাদের এ লেখার ফলে হয়ত কিছুই হবে না। তারপরেও যে সত্যটুকু জেনেছি তা আপনাদেরকে জানানো আমাদের জন্যে ফরজে আইন। এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে, জালিয়াতির বিরুদ্ধে আমাদের সর্বনিম্ন প্রতিবাদ মাত্র। কেননা রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

“আবু সাইদ খুদরী(রোঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল(সোঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ চোখের সামনে অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে থামানোর চেষ্টা করে, যদি তা করতে সে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তা মুখ দিয়ে থামানোর চেষ্টা করবে, আর তা করতেও সক্ষম না হলে সে যেন মনে মনে ঘৃণা করে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম বা সর্বনিম্ন পর্যায়।”- সহীহ মুসলিম ও মিশকাত

সুতরাং এই লেখাটি পড়ার পর শেয়ার করতে বা ছড়িয়ে দিতে ভুলবেন না কেননা সত্য জানার পর তা অন্যকে জানানো (যে জানেনা) আপনার আমার উপর ফরজ। আপনার এই শেয়ারে হয়তোবা আপনার সেই বন্ধুটি এই লেখাটি পড়ার/ সত্য জানার সুযোগটুকু পাবে যে হয়তো আমার ফেইসবুক বন্ধু নয়। সত্য জানার পর আপনার বন্ধুটি হয়তো কিছুই করতে পারবেনা। তাতে কি ? অন্তত মন থেকে প্রতারণা, জালিয়াতি, জুচ্ছুরিকে ঘৃণাটুকু তো করতে পারবে।

বিঃদ্রঃ এই লেখা বা ব্যাংক সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন থাকলে কमेंটের ঘরে করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ একসাথে সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আরেকটা পোস্ট দিব।

আরও জানতে চাইলে পড়তে পারেনঃ

1. THE MYSTERY OF BANKING (<http://www.mises.org/books/mysteryofbanking.pdf>)
2. THE MONEY MASTER(<http://www.youtube.com/watch?v=JXt1cayx0hs>)
3. **Islam and the Future of Money**-(<http://www.imranhosein.org/books/103-islam-and-the-future-of-money.html>)
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking